দৈনিক সংবাদ

...06 OCT 1990...
পৃষ্ঠা... ৪ ... কলাম ...

45

সংবাদ

ঢাকা ঃ শনিবার ২০শে আশ্বিন ১৩৯৭

কলেজ শিক্ষকদের দাবী–দাওয়া

দেশের কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার বাড়ানো যাচ্ছে না। কলেজের পড়াশোনার ওপর নির্ভর করলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল করতে পারে না। বহু কলেজের পাসের হার এতই কম যে, ছাত্রছাত্রীরা আদৌ কোন শিক্ষা কলেজগুলোতে পায় কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারা যায় না। দেশে এমন কলেজের সংখ্যা নেহায়েত কম নয় যেগুলো থেকে কোন ছাত্রছাত্রীই ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করে না।

শিক্ষার এই ধরনের আবহাওয়ায় কিছুদিন থেকে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা তাদের পদোন্নতিসহ '১৮ দফা দাবী' নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে তারা দৈনিক কয়েক ঘন্টা কর্মবিরতির কথা বললেন। গত রোববার ২১৩টি সরকারী কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। এই শিক্ষক সমিতির অভিযোগ ঃ রাষ্ট্রপতির ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বার বার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শিক্ষকদের দাবী–দাওয়া পূরণ হচ্ছে না। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে তাদের ১৮ দফা দাবীর পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে সকল সরকারী কলেজে 'অবিরাম কর্মবিরতি' পালন করা হবে।

সরকারী কলেজের শিক্ষকরা তাদের দাবী–দাওয়া আদায়ের জন্য একটা চরম কর্মসূচীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের 'কর্মবিরতি' আমাদের দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে, এজন্য শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না।

দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারী কলেজে শিক্ষক ঘাটতি। কিছুদিন আগের একটি হিসেবে জানা গেল, রাজধানীর বাইরের সরকারী কলেজগুলোতে ২,৬৮৪টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। নবগৃহীত সরকারী কলেজগুলোতে ৩,৪০০টি পদ সৃষ্টি করা হয়নি এবং বিভিন্ন কলেজে ১,৩৩৫জন শিক্ষক ১৫–১৮ বছর ধরে প্রভাষক পদেই চাকরি করছেন। এমনকি অনেকে চাকরির বয়ঃসীমা অতিক্রম করে ঐ একই পদে থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন।

এসব শিক্ষক তাদের সহযোগী অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মত সুযোগ–সুবিধা ও পদোন্নতি চেয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সেই ন্যায্য দাবী পূরণ হয় না। এ ব্যাপারে গত মার্চ মাসে 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষক' সমিতি মিছিল–সমাবেশ করল। এর আগে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিনের অনশন ধর্মঘট। এমনকি তারা হাইকোর্টের শরণাপন্নও হয়েছেন।

শিক্ষকের বিপুল ঘাটতি এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে ধরনের অসন্তোষ বিরাজমান তাতে সরকারী কলেজগুলোতে সুশিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে পারে না। আর বেসরকারী কলেজগুলো তাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে যে কি অবস্থায় আছে তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষা বিভাগ সরকারী কলেজগুলোর সমস্যা সমাধানেই যেখানে অপারগ সেখানে তারা বেসরকারী কলেজগুলোর উন্নয়নে বর্ধিত তৎপরতা দেখাতে কি করে এগিয়ে যাবে?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা শিক্ষকতার পেশায় মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করতে না পারা। বিসিএস পরীক্ষায় মেধা তালিকার ওপরের দিকে যাদের অবস্থান তারা যদি পুলিশ বা কাস্টমস সার্ভিসকে অগ্রাধিকার দেন তাহলে তা নিয়ে হা–হুতাশ করা চলে, কিন্তু শিক্ষকদের অবস্থার বাস্তব উন্নতি না ঘটিয়ে তাদেরকে শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করবার আশা বৃথা। যে সমাজে কাঞ্চনমূল্য ছাড়া আর কোন মূল্যবোধই স্বীকৃত নয় সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের 'প্লেইন লিভিং এ্যাণ্ড হাই থিংকিং'–এর উপদেশ দেয়া অর্থহীন। মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা ছাড়া অন্য যত ব্যবস্থাই নেয়া হোক না কেন শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব। কাজেই শিক্ষকদের বেতন–ভাতা, প্রমোশন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা প্রশাসনিক বা অন্য কোন ক্যাডারের তুলনায় ন্যূন না হয় সেদিকে দৃষ্টি অবশ্যই রাখতে হবে।

আমরা আশা করব, শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যাপারটায় শিগগির একটা সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হবে এবং নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষক সংকট নিরসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। এসব ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা ও দীর্ঘসূত্রতা আমাদের বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক।